

শিক্ষায় বাজেট বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষক ও কর্মচারীদের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক •

প্রাথমিক-পরবর্তী, স্কুল ও কলেজ শিক্ষা জাতীয়করণ এবং আগামী বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিতে দুই মাসব্যাপী ১০ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট। গতকাল দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের এক সংবাদ সম্মেলনে ফ্রন্টের নেতারা এ ঘোষণা দেন। দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের ১১টি সংগঠনের এক্যবদ্ধ প্রাটফর্ম এ ফ্রন্ট।

ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ লিখিত বক্তব্যে জানান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ অথবা জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে ২০১৬-১৭ বর্ষের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজপর্যায়ে সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্কূলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি আদায়ে তারা আগামী ১৬ এপ্রিল সব জেলা সদরে মিছিল, ১৭ এপ্রিল জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর অঙ্গীকার লিপি ও প্রত্যাশাপত্র পেশ, ২০ থেকে ২৭ এপ্রিল প্রতি জেলায় পেশাজীবী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময়, সপ্তাহে দুদিন প্রতি শিক্ষকের একটি করে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া দুই মাস, ২০ এপ্রিল জেলায় ও ৩০ এপ্রিল উপজেলা পর্যায়ে মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবেন তারা। শিক্ষা আইনের খসড়ায় কোটিং সেন্টার প্রসঙ্গে বর্ণিত ধারার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে কাজী ফারুক বলেন, জরিমানা ২৫ লাখ টাকা নির্ধারণ ও শাস্তির মেয়াদ পাঁচ বছর করা উচিত।